অভিবাসী কর্মী ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান প্রণয়ন ও এই সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্ব পালন ও কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, অভিবাসী কর্মী ও তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি এবং শ্রম ও মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিধান প্রণয়ন ও এই সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে দায়িত্ব পালন ও কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক, শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন ও প্রয়োগ।-
(১) এই আইন প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(১) অভিবাসী বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ২(২)- এ সংজ্ঞায়িত অভিবাসী বুঝাইবে;
(২) অভিবাসী কর্মী বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২(৩)(খ)- এ সংজ্ঞায়িত অভিবাসী কর্মী বুঝাইবে;
(৩) আইন বলিতে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৭ বুঝাইবে;
(৪) চেয়ারপার্সন বলিতে বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারপার্সন বুঝাইবে;
(৫) তহবিল বলিতে এই আইনের ধারা ১৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তহবিল বুঝাইবে;
(৬) নির্ভরশীল বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২(৭)- এ সংজ্ঞায়িত নির্ভরশীল বুঝাইবে;
(৭) নির্ধারিত বলিতে বিধি ধারা নির্ধারিত বুঝাইবে;
(৮) পরিচালনা পরিষদ বলিতে এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ বুঝাইবে ;
(৯) প্রবাসী বলিতে অভিবাসী ও অভিবাসী কর্মী বুঝাইবে;
(১০) প্রবিধান বলিতে এই আইনের ধারা ২৬ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান বুঝাইবে;
(১১) বহির্গমন বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২(১০)- এ সংজ্ঞায়িত বহির্গমন বুঝাইবে;
(১২) বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিল বলিতে বিগত ১৫/১১/১৯৯০ খিঃ তারিখে জারীকৃত তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯ অনুবলে গঠিত এবং পরবর্তি কালে বিগত ৩০/১২/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসআরও ৩৭২-আইন/২০০২ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে জারীকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ -এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বুঝাইবে;
(১৩) বিধি বলিতে এই আইনের ধারা ২৫এর অধীন প্রণীত বিধি বুঝাইবে;
(১৪) বোর্ড বলিতে এই আইনের ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড বুঝাইবে;
(১৫) ব্যুরো বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২(১২)- এ সংজ্ঞায়িত ব্যুরো বুঝাইবে;
(১৬) মহাপরিচালক বলিতে এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন নিযুক্ত বোর্ড এর মহাপরিচালক বুঝাইবে;
(১৭) রিক্রুটিং এজেন্ট বলিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২(১৬) -এ বর্ণিত রিক্রুটিং এজেন্ট বুঝাইবে;

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা, বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ ও উহার গঠন, সভা ও কার্যাবলী

৪। বোর্ড প্রতিষ্ঠা ।-

(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড নামে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা, একটি মনোগ্রাম ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর, ইজারা কিংবা ভাড়া প্রদান করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ড ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। বোর্ড প্রতিষ্ঠার ফলাফল ।- এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে-

(১) বিগত ১৫/১১/১৯৯০ খিঃ তারিখে জারীকৃত তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯ অনুবলে গঠিত এবং পরবর্তি কালে বিগত ৩০/১২/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসআরও ৩৭২-আইন/২০০২ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে জারীকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২ -এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল, অতঃপর এই ধারায় বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পূর্বে বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিল কর্তৃক সম্পাদিত কোন চুক্তি বা কোন দলিলে কল্যাণ বোর্ড বা কল্যাণ তহবিল বলিতে এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড বুঝাইবে;

(৩) বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিলের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি, স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং বোর্ড উহার অধিকারী হইবে এবং বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিলের সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হইবে;

(৪) বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিল কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে;

(৫) বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিলের যে সকল স্থাবর সম্পত্তি ব্যুরোর মহাপরিচালকের নামে কিংবা অনুকুলে অর্জিত হইয়াছে তাহা এই আইন অনুবলে গঠিত বোর্ডের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই সকল স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যুরোর মহাপরিচালক বা তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত এমন কোন দলিল, চুক্তি, এই আইন অনুবলে গঠিত বোর্ডের নামে, পক্ষে কিংবা স্বার্থে স্বাক্ষরিত বা সম্পাদিত হইয়াছিল মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বোর্ডে ন্যস্ত হইবেন এবং তাঁহারা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এইরূপ বদলীর পূর্বে তাঁহারা বেতন-ভাতাদি, পেনশন, আনুতোষিক, ভবিষ্য তহবিল, ছুটি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে শর্তে ও বিধি-প্রবিধান বা পরিপত্রের অধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, বোর্ড কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে ও বিধি-প্রবিধান বা পরিপত্রের অধীনে তাঁহারা বোর্ডের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

৬। বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি ।-

(১) বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বোর্ড, প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৭। বোর্ডের পরিচালনা পরিষদ ।-

(১) বোর্ডের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব একটি পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে বোর্ডের একটি পরিচালনা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা :-

(ক)	সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় -	চেয়ারপার্সন
(খ)	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক -	সদস্য
(গ)	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা -	সদস্য
(ঘ)	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা -	সদস্য
(ঙ)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যূন মহাপরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা -	সদস্য
(চ)	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা -	সদস্য
(ছ)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা -	সদস্য

(জ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(ঝ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা - সদস্য

(ঞ) বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক - সদস্য

(ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন নির্বাহী পরিচালক - সদস্য

(ঠ) বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ এর সভাপতি - সদস্য

(ড-ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিদেশ থেকে প্রত্যাগত দুই জন অভিবাসী কর্মী, যার মধ্যে অন্ততঃ একজন নারী হইবেন - সদস্য

(ন) মহাপরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য-সচিব

(৩) পরিচালনা পরিষদে কমপক্ষে তিন জন নারী সদস্য থাকিবে;

(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদকাল ২ (দুই) বছর হইবে এবং সরকার যে কোন সময় এইরূপ মনোনীত সদস্যের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে;

(৫) মনোনীত সদস্যগণ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারপার্সন বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত পত্র যোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

৮। পরিচালনা পরিষদের সভা।-

(১) পরিচালনা পরিষদের সভা চেয়ারপার্সন এর সম্মতিক্রমে উহার সদস্য সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারপার্সন কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে পরিচালনা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভার কোরাম এর জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৪) পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভার সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ, সদস্যদের নিকট প্রেরণ এবং পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৬) পরিচালনা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত কোন ব্যক্তি সভায় তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, তবে তাঁহার ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে না।

(৭) পরিচালনা পরিষদ গঠনে ত্রুটি বা কোন সদস্যের পদ শূন্য থাকার কারণে পরিচালনা পরিষদের কোন কাজ বা কার্যক্রম অবৈধ হইবে না বা প্রশ্নের সম্মুখীন করা যাইবে না।

৯। বোর্ডের কার্যাবলী।- এই আইন ও তদধীন প্রণিত বিধি ও ক্ষেত্রমত, প্রবিধান, এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে, যথা :-

(ক) বিদেশগামী কর্মীদের জন্য প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং সেন্টার স্থাপন, পরিচালনা ও ব্রিফিং প্রদান;

(খ) বিমানবন্দরে প্রবাসী কর্মীদের আগমন এবং বিদেশ গমনের প্রাক্কালে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন ও পরিচালনা;

(গ) প্রবাসী ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীলদের কল্যাণার্থে প্রকল্প গ্রহণ, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন;

(ঘ) বোর্ডের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হেফাজত, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;

(ঙ) বোর্ডের আইন সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত দায়দেনা গ্রহণ, পরিশোধ ও নিষ্পত্তি;

(চ) বোর্ডের তহবিলের অর্থ বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ;

(ছ) প্রবাসী কর্মী বা তাঁহাদের উপর নির্ভরশীলদের কল্যাণার্থে তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ;

(জ) বোর্ডের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(ঝ) বোর্ডের বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদন;

(ঞ) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রবাসীদের কল্যাণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা;

(ট) বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(ঠ) বোর্ডের তহবিল যথাযথভাবে পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা;

(ড) প্রবাসী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন বা ক্ষেত্রমতে সৎকারকরণে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ঢ) অসুস্থ, আহত, ও শারীরিকভাবে অক্ষম প্রবাসী কর্মীদের দেশে আনয়ন ও ক্ষেত্রমতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান;

(ণ) বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর উপর নির্ভরশীলদের আর্থিক অনুদান প্রদান;

(ত) বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত ও পেশাগত কারণে অসুস্থতাজনিত ক্ষতিপূরণ, বকেয়া বেতন, ইন্স্যুরেন্স ও সার্ভিস বেনিফিট আদায়ে সহায়তা প্রদান;

(থ) প্রবাসী কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান;

(দ) প্রবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা প্রদান;

(ধ) প্রবাসী কর্মিদের বহির্গমন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যুরো কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ও কর্মসূচীতে অর্থায়ন;

(ন) স্বদেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন, পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহন ও অর্থায়ন;

(প) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব; এবং

(ফ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব।

১০। নারী অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণের লক্ষ্যে বোর্ডের বিশেষ দায়িত্ব।-

(১) বিদেশে কর্মরত কোন নারী অভিবাসী কর্মী কোন অপরাধের শিকার হয়ে কিংবা কোন দুর্ঘটনা, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে দুর্দশাগ্রস্থ বা বিপদগ্রস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে বোর্ড তাহাদেরকে উদ্ধার, আইনগত সহায়তা প্রদান, ক্ষতিপূরণ আদায়, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান,

(২) স্বদেশে প্রত্যগত নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহন ও অর্থায়ন;

(৩) উপধারা (১)-এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনে বোর্ড দেশে-বিদেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বোর্ডের প্রশাসন, মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী

১১। বোর্ডের মহাপরিচালক।-

(১) বোর্ডের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকারের যুগ্ম সচিব বা তদূর্ধ্ব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন;

(২) মহাপরিচালক বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তিনি বোর্ডের একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন;

(৩) মহাপরিচালক বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য পরিচালনা পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন;

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন উপযুক্ত কর্মকর্তা মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।-

(১) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানে বর্ণিত যাবতীয় কার্য সম্পাদন;

(খ) পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;

(গ) বোর্ডের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা এবং বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন;

(ঘ) বোর্ডের অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, হেফাজত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাসহ দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ ও হেফাজত, বোর্ডের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা ও তদারকি;

(ঙ) বোর্ডের বাজেট প্রস্তুত ও অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন;

(চ) বোর্ডের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে মহাপরিচালক তাঁহার যে কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৩। চেয়ারপার্সনের আপৎকালীন বিশেষ ক্ষমতা।- এ আইনের উদ্যেশ্য পূরণকল্পে কোন আপৎকালীন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় বোর্ডের দায়িত্ব পালনকল্পে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চেয়ারপার্সন যে কোন যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে পরবর্তী বোর্ড সভায় উহা উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

১৪। বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারী।-

(১) বোর্ড উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে ;

(২) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে ;

(৩) সরকার, বোর্ডের চাহিদার প্রেক্ষিতে, বোর্ডে প্রেষণে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।

১৫। গ্র্যাচুইটি, বীমা ও ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।-

(১) এ উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালার বিধান ও শর্তাধীনে বোর্ড উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কল্যাণের জন্য গ্রাচুইটি, বীমা ও কন্ট্রিবিউটরি ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপধারা (১) এর বিধান মতে ভবিষ্য তহবিল চালু করা হইলে সরকার The Provident Funds Act, 1925 (Act XIX of 1925) -এর ধারা ৮-এর বিধান মতে ঘোষণা প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত আইনটি এইরূপ তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বোর্ডের তহবিল ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

১৬। বোর্ডের তহবিল ও অর্থের উৎস।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ডের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য উহার একটি তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নম্বর আইন) এর ধারা ২০ এর অধীন বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানকালে ব্যুরো কর্তৃক আদায়কৃত রেজিস্ট্রেশন ফি, কল্যাণ ও ব্রিফিং ফি, স্মার্টকার্ড ফি এবং ভবিষ্যতে আদায়যোগ্য অন্য কোন ফি;

(খ) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যুরোর নিকট জমাকৃত নগদ জামানতের উপর সুদ হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান কিংবা বাজেট বরাদ্দ;

(ঘ) কোন ব্যক্তি, দেশী-বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) বাংলাদেশ মিশনসমূহ হইতে প্রাপ্ত সত্যায়ন ফি;

(চ) বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আদায়কৃত কনস্যুলার ফি এর উপর ১০% হারে সারচার্জের অর্থ;

(ছ) বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কল্যাণমূলক সার্ভিসের জন্য আদায়কৃত কল্যাণ ফি;

(জ) বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত সুদ, লভ্যাংশ বা আয়;

(ঝ) বোর্ডের সম্পত্তি, জমি ও ভবন ইত্যাদি ইজারা, ভাড়া বাবদ আয় বা বিক্রয়লব্ধ অর্থ; এবং

(ঞ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) বোর্ডের নামে এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে উপধারা (১) বর্ণিত তহবিলের অর্থ জমা রাখা যাইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা: এই আইনে "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) -তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank বুঝাইবে।

১৭। বোর্ডের তহবিল ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা।-

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে তহবিলের অর্থ কেবল মাত্র নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে, যথা-

(ক) আইনের ধারা ৯ এর আওতাধীনে প্রবাসী ও তাঁহাদের নির্ভরশীলদের কল্যাণ ও সেবা;

(খ) বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে এই আইনের অধীন বোর্ডের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ; এবং

(ঘ) বিধি ও প্রবিধানের অধীন কোন বিনিয়োগ কিংবা প্রবাসীদের কল্যাণার্থে গৃহীত কোন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

পঞ্চম অধ্যায়
হিসাব, নিরীক্ষা, সংক্ষোভ নিরসন ও বিবিধ বিষয়াবলী

১৮। হিসাব ও নিরীক্ষা।-

(১) সরকার কিংবা বিধি দ্বারা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ড উহার যাবতীয় ব্যয়িত অর্থের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে, এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, নগদ তহবিল প্রবাহের বিবরণী ও স্থিতিপত্রসহ হিসাবের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে উল্লিখিত, প্রতি বৎসর বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যে, মহা-হিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং পরিচালনা পরিষদের চেয়ারপার্সন বা কোন সদস্য বা বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২)-এর অধীন হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (PO No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত চাটার্ড একাউন্টেন্ট দ্বারা বোর্ড হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড এক বা একাধিক চাটার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) ও (৪) এর অধীন প্রস্তুতকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, যদি থাকে, নিরসনকল্পে বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে বোর্ড সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৯। সংক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া।- সরকার, এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার অধীন, বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্য কিংবা বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর কোন কর্তব্যে অবহেলা কিংবা অসদাচরণ কিংবা দুর্নীতি পরায়নতার কারনে কোন প্রবাসী কিংবা কোন প্রত্যাগত প্রবাসী কিংবা তাদের উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি কিংবা বোর্ডের যে কোন সেবা গ্রহণকারী বা সেবা থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত কোন ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন অংশীজনের সংক্ষোভ নিরসনের উদ্দেশ্যে, একটি কার্যকর সংক্ষোভ নিরসন প্রক্রিয়া প্রণয়ন করিবে।

২০। বোর্ডর দাপ্তরিক কার্যে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার।- বোর্ডের সেবা গ্রহণ ও বোর্ড কর্তৃক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সহজলভ্যকরণ, সেবা প্রদান ও সেবা গ্রহণ কার্যক্রমে সেবা গ্রহণেচ্ছুদের যাতায়াত, সময় ও ব্যয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বোর্ডের সকল কার্যক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বোর্ড নিশ্চিত করিবে।

২১। কর্তব্য পালনে বোর্ডকে সহযোগিতা।- এই আইনের অধীন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনায় বোর্ড, মহাপরিচালক ও বোর্ডের কর্মকর্তাগণকে সকল সময় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা ব্যুরো, রিক্রুটিং এজেন্ট, শৃঙ্খলা-বাহিনী, দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারি হাসতাপাতাল, বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও দেশের অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষসহ প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীগণ সহযোগিতা করিবে।

২২। পরিচালনা পরিষদ সদস্য এবং বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জনসেবক।- পরিচালনা পরিষদের সকল সদস্য এবং বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 21- এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক গণ্য হইবেন।

২৩। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।- এই আইন বা বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, বোর্ড বা কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৪। বার্ষিক প্রতিবেদন ।-

(১) বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উক্ত বৎসরে বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, বোর্ডের নিকট হইতে উহার কার্যাবলীর সহিত সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের উপরে প্রতিবেদন বা বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৫। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

২৬। প্রবিধান প্রণয়ণের ক্ষমতা ।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

২৭। রহিতকরণ ও হেফাজত ।-

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১৫/১১/১৯৯০ খিঃ তারিখে জারীকৃত তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: শা-১৩/কল্যাণ-১/৯০/৪৪৯ অনুবলে গঠিত এবং পরবর্তি কালে বিগত ৩০/১২/২০০২ খ্রিঃ তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসআরও ৩৭২-আইন/২০০২ নম্বর প্রজ্ঞাপন মূলে জারীকৃত ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০০২, ও উহার অধীন গঠিত বাংলাদেশ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল, অতঃপর বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিতকৃত স্মারক ও বিধিমালার অধীন গঠিত এবং এই আইন দ্বারা বিলুপ্ত কল্যাণ তহবিল কর্তৃক কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত, প্রণীত নীতিমালা, ইস্যুকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন অনুমোদন বা নোটিশ, সম্পাদিত দলিল বা চুক্তিপত্র বা চলমান কোন কাজ এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, ইস্যুকৃত, প্রদত্ত, সম্পাদিত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-

(১) এই আইন জারী হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।